শীত কালে গবাদি পশুর পরিচর্যা/ যত্ন

শীতকালে শৈত প্রবাহের কারণে পরিবেশের তাপমাত্রা ১০ডিগ্রী এর নিচে চলে গেলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এই তাপমাত্রা বেশি অনুভূত হয় । তাছাড়া উত্তরাঞ্চলে শীতকালে কুয়াশা বৃদ্ধি পায় ।

আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীর অভ্যন্তরীণ বিপাকীয় এবং অভ্যাসগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন গবাদিপশুর স্বাস্থ্যে এবং উৎপাদনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

আমাদের দেশের জেবু জাতের গরু গরম আবহাওয়ায় অধিক সহনশীল হওয়ায় শীতকালে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাস্থ্যগত ও অভ্যাসগত পরিবর্তন হয়। ইউরোপিয়ান বস টোরাস যেহেতু ঠান্ডা আবহাওয়ায় অধিক সহনশীল, তাই এই জাতের শীতের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতাও বেশি।

দেশি জাতের সাথে সংকরায়ণের ফলে এদের শীত সহ্য ক্ষমতা তুলনামূলক কমে যায়। তাই শীতকালে গরুর স্বাস্থ্যের দিকে কিছু বিষয়ে বাড়তি মনোযোগ জরুরি।

শীতকালে মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশুরও নানা রোগ বালাই দেখা যায়। ফলে গবাদি পশুর দেহের ওজন কমে যায় এবং দুধ উৎপাদন কমে যায়।

শীতকালের গবাদিপশুর রোগ নিয়ন্ত্রনে করনীয়ঃ

বেশি শীতে গবাদিপশুর রোগ নিয়ন্ত্রনে করণীয় বিষয়গুলো হল-

১। পশুর যেন বেশি ঠান্ডা লাগে সে দিকে খেয়াল রাখুন। গবাদিপশুর শরীর পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। শরীর শুষ্ক ও শুকনো রাখুন।

২।গরু ও ছাগলকে গায়ে চট দ্বারা/মোটা কাপড় দ্বারা আবৃত করতে ব্যবস্থা নিতে হবে

৩।গরু ও ছাগলের ঘরের মধ্যে বাতাস প্রতিরোধের জন্য চট/পলিথিন দিয়ে ঘিরে দিতে হবে ।

৪। কুয়াসায় পশু যেন ভিজে না যায় খেয়াল রাখুন। এতে নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে।

৫। ক্ষুরা, বাদলা, তড়কা, গলাফুলা ইত্যাদি রোগের টিকা শীত আসার আগে গবাদি পশুকে দেয়া নিশ্চিত করুন।

৬। শীত আসার আগে পশুকে তিন মাস পর পর নিয়মিত কৃমির ঔষধ দিন।

৭। পশুকে হালকা গরম পানি মিশানো পানি খাওয়ান ।

রোগের উপসর্গ দেখা মাত্র গবাদি পশুকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং স্থানীয় প্রাণি চিকিৎসক অথবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করুন উপা